বর্তমান দিনে নারীবাদ তথা নারীবাদী আন্দোলন নিয়ে সচেতনতা যেমন বেড়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, লেখালেখিও যথেষ্ট হচ্ছে। কিন্তু 'নারীবাদ' বলতে ঠিক কী বোঝায় এ সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক কাঠামো এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, **নারীবাদ হল এমন একটি শক্তি যা নারীজাতিকে একটি আত্মসচেতন সামাজিক শ্রেণিতে** পরিণত করেছে (Feminism is the force which has transformed women into self conscious social category.'—Bandana Chatterji, *Women & Politics in India*)।

বাসবী চক্রবর্তীর মতে, "নারীবাদ হচ্ছে মূলত নারীমুক্তির জন্যে কিংবা নারীর সমানাধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা তত্ত্ব এবং একই সঙ্গে তার প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গি। নারীবাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে নারী তার নিজস্ব পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।" (বাসবী চক্রবর্তী, 'নারীবাদ : বিভিন্ন ধারা', প্রসঙ্গ মানবী বিদ্যা, পৃষ্ঠা ৩৮)। অপর এক নারীবাদী লেখিকা **রাজশ্রী বসুর** মতে, নারীবাদ হল তত্ত্ব ও বাস্তবের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর নিম্নতর অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে এবং 'নারী' হওয়ার কারণেই একজন মহিলা সমাজে যে অসাম্যের শিকার হয়, তার কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। শ্রীমতী বসু আরও বলেন, নারীবাদীরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা, মূল্যবোধ, অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলে যাতে নারীর লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের অবসান ঘটে। সমাজকে বোঝা, সমাজে নারী পুরুষের অবস্থাগত বৈষম্যকে বোঝা, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতার অসম বণ্টন ও বিন্যাসকে অনুধাবন করা এবং কীভাবে এর সমাধানসূত্র খুঁজে বার করা যায়—এই সমস্ত কিছু নিয়েই নারীবাদ চর্চা করে।

এই নারীবাদ নারীকে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করাতে চায় যেখানে সে নিজের সত্তাকে খুঁজে নিতে পারে। নারীবাদ একাধারে রাজনৈতিক দর্শন এবং সামাজিক আন্দোলন, যা লিঙ্গবৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চায়। এককথায় বলা যায়, নারীবাদ হল এমন একটি প্রত্যয় যে নর অথবা নারী যে-কোনো মানুষের প্রকৃতি ও যোগ্যতা বিচারে লিঙ্গের কোনো ভূমিকা নেই ("In its essence it [feminism] is the belief that the nature and worth of a human being, man or woman, should be independent of gender.")।

৬.৪ বিশ্বের নারীবাদী আন্দোলনগুলির বিভিন্ন ধারা বা দৃষ্টিভঙ্গি
Different schools or approaches of the world Feminist Movement

উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ্বব্যাপী যে নারীবাদী আন্দোলনগুলি শুরু হয়েছে, দাবি এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সেগুলি ছিল একে অপরের থেকে আলাদা। ওইসব আন্দোলনকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হল ঃ

(১) উদারনৈতিক নারীবাদ ঃ উদারনৈতিক নারীবাদ বলতে সেই তত্ত্ব ও আন্দোলনকে বোঝায় যার ভিত্তি হল ধ্রুপদি উদারনৈতিক দর্শন। এটি হল নারীবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বের। আঠারো এবং উনিশ শতকের ইউরোপে

Scanned with CamScanner

যখন ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় তখন থেকেই এই নারীবাদের উদ্ভব। ধ্রুপদি উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই পর্বের আন্দোলনকারীরা নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবি করতেন। তাঁদের উত্থাপিত দাবির মধ্যে ছিল নারীর ভোটাধিকার, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, আইনি অধিকার।

The Vindication of the Rights of Women (1792) গ্রন্থের রচয়িতা **মেরি ওলস্টোনক্র্যাফট** (Mary Wollstonecraft)-কে কেউ কেউ উদারনৈতিক নারীবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁর সময়ে মহিলাদের না-ছিল সম্পত্তির অধিকার, না-ছিল ভোটাধিকার। তিনিই প্রথম নারীদের ভোটাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হন। তাঁর মতে, নারী যখন ব্যক্তি-পরিসরের (Private sphere) বাইরে গিয়ে শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং বাইরের কাজে যোগ দেবে, তখনই কেবল নারী সমাজে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গণতন্ত্র সার্থক হয়ে উঠবে।

উদারনৈতিক নারীবাদের অপর একজন প্রবক্তা হলেন **জন স্টুয়ার্ট মিল। তিনি একজন পুরুষ হয়েও নারীদের অসম সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং পুরুষের সমান পূর্ণ আইনি তথা রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন। মিল-এর লেখা** *The Subjection of Women* (১৮৬৯) গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে নারীদের অসম অবস্থানের চিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে এবং এর অবসানের দাবি করা হয়েছে।

উদারনৈতিক নারীবাদের প্রথম পর্বের প্রবক্তাগণ নারীবাদী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁরা লিঙ্গবৈষম্যের অবসানে সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তনের কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করতেন না। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে **বেটি ফ্রায়ডান (১৯৬৩), র‍্যাডক্লিফ রিচার্ডস** (১৯৮২) প্রমুখ বেশ কিছু নারীবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কল্যাণকর উদারনৈতিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঁরা লিঙ্গবৈষম্যের অবসানে রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা পালনের ওপর জোর দেন। এঁদের অন্যতম প্রধান দাবি ছিল, পরিবারের মতো ব্যক্তি পরিসরকে ন্যায়বিচারের ওপর স্থাপন করতে, যাতে নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে দায়দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারে।

(২) মার্কসীয় নারীবাদ ঃ মার্কসীয় নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি হল মার্কসবাদ। মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই ধারার প্রবক্তাগণ (উইলসন, শেলটন এবং অ্যাগার, ফলব্রে প্রমুখ) এই মত পোষণ করেন যে, লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি সামগ্রিক শোষণ ব্যবস্থার একটি অঙ্গ। এঁদের মতে, সমাজে নারীদের অসম অবস্থানের উৎসমূলে যে কারণটি বিদ্যমান সেটি জৈবিক নয়, অর্থনৈতিক। এঁরা মার্কসের **জার্মান ইডিওলজি** এবং এঙ্গেলস্-এর **ওরিজিন অফ ফ্যামিলি প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট** গ্রন্থদুটির দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত। উভয় গ্রন্থেই লিঙ্গবৈষম্যের সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এঙ্গেলসকে অনুসরণ করে এইসব সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা দেখান যে, প্রাক্ কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক অবস্থানগত কোনো বৈষম্য ছিল না। যখন থেকে শ্রেণিবিভক্ত, শ্রম-বিভাজিত সমাজ ধীরে ধীরে মূল উৎপাদন থেকে একদল নারীকে সরিয়ে দিল শুধুমাত্র সন্তান-উৎপাদনে, পালনে এবং গৃহশ্রমে, তখন থেকেই এই শ্রেণির নারীরা ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হল বহির্জগৎ থেকে, হয়ে পড়ল গৃহবন্দি ও পরাধীন। আধুনিক বুর্জোয়া ব্যবস্থায় এই বিভাজন চূড়ান্ত রূপ নিল যেখানে কর্ম ও গৃহকর্ম এবং কর্মক্ষেত্র ও গৃহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে গেল। **শীলা রাওবাথাম (Shiela Rowbatham)** প্রমুখ আধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, শুধুমাত্র আইন করে বা রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বর্তমান সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন (total change of the existing system)।

(৩) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ ঃ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলিকে গ্রহণ করলেও লিঙ্গবৈষম্য বা পিতৃতন্ত্রকে তাঁরা কোনো শাশ্বত ব্যবস্থা বলে মনে করেন না। এঁদের মতে, পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ ঘটলেই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটবে এমন ভাবা ঠিক নয়। **জিলা আইজেনস্টাইন** (Z. Eisenstein) তাঁর *Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism (1979)* নামক গ্রন্থে বলেছেন, নারী শোষণের কেন্দ্রীয় উপাদান হল দুটি—একটি পুরুষের আধিপত্য এবং অপরটি পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নারী দুদিক থেকে শোষিত হয়—একদিকে শোষিত জনগণের অংশ হিসাবে এবং অন্যদিকে পরিবারের পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা। তাঁর মতে, পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

Scanned with CamScanner

শুধু যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অঙ্গ তা নয়, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সমাজে বিদ্যমান থাকে। তাই পুঁজিবাদী কাঠামোর বদল ঘটলেও পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোটি বদলায় না, তাই লিঙ্গবৈষম্য অব্যাহত থাকে।

অপর এক সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী হেইডি হার্টম্যান (Heidi Hartmann) তাঁর "*The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism*" (1997) শীর্ষক প্রবন্ধে অনুরূপভাবে বলেন, নারীর ওপর শোষণ ও নির্যাতনের উৎস হল দুটি—(১) বস্তুগত কাঠামো (অর্থনৈতিক) এবং (২) পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো (উপরিকাঠামো)। পিতৃতন্ত্র হল এমন একটি ব্যবস্থা যা মালিক শ্রমিক নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণির পুরুষকে একই দলভুক্ত করতে এবং নারীর শ্রম ও যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সুতরাং নারীবাদী সংগঠনগুলিকে এমনসব কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে একই সঙ্গে পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটে।

(৪) র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ (Radical Feminism) ঃ র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের ধারণা যৌন পীড়ন এবং নারী নির্যাতনের মাধ্যমে প্রকাশিত পুরুষের আধিপত্যের মূলে আছে জৈবিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ। এঁরা উদারনৈতিক নারীবাদীদের মতো পিতৃতন্ত্রকে স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে মনে করেন না ; আবার মার্কসবাদীদের মতো অর্থনৈতিক শ্রেণিভিত্তিক দ্বন্দ্বকে সমাজের মূল দ্বন্দ্ব বলে মনে করেন না। এঁদের বিশ্বাস সমাজের মূল দ্বন্দ্বটি হল লিঙ্গভিত্তিক দ্বন্দ্ব। বৈপ্লবিক নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা **জেফারি** (Sheila Jeffery)-র মতে, প্রজনন সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত লিঙ্গগত শ্রেণিবিভাগই পুরুষের আধিপত্যের কাছে নারীর বশ্যতার জন্য দায়ী। অপর এক নারীবাদী তাত্ত্বিক **সুসান ব্রাউনমিলার** (Susan Brownmiller) তাঁর *"Against Our Will : Men, Women and Rape"* (1976) নামক গ্রন্থে বলেছেন, পুরুষ নারীকে ধর্ষণ করতে সক্ষম বলেই নারী পুরুষের বশীভূত। ধর্ষণ ক্ষমতার বলেই পুরুষ নারীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখে নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৭০-এর দশকে ইউরোপ ও আমেরিকায় র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের প্রসার ঘটলেও এর সূত্রপাত ঘটে ১৯৪৯ সালে ফরাসি নারীবাদী **সিমোন দ্য বোভয়া** (Simone de Beauvoir)-র লেখা *The Second Sex* নামক গ্রন্থটির হাত ধরে। বোভয়া নারীকে চিহ্নিত করলেন সমাজে 'অপর' বা 'other' হিসাবে। নারীর এই 'অপর' বা 'other' ভূমিকা নির্দিষ্ট হয় তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য, সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালনের কারণে। এই 'অপরত্ব' বা 'otherness' নারীর স্বাধীনতাকে সীমিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বোভয়ার ভাষায়, "ইতিহাস আমাদের দেখায় যে, পুরুষ সবসময় নিজের হাতে যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে ; পিতৃতন্ত্রের সূচনা থেকেই তারা নারীকে পরাধীন করে রেখেছে ; নারীর স্বার্থবিরোধী আইনকানুন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এইভাবে নারীকে 'অপর' (other)-এ পরিণত করা হয়েছে।" পরবর্তীকালে **ইভা ফিগস্, জারমেইন গ্রিয়ার, কেট মিলেট** প্রমুখ নারীবাদীরা বোভয়ার চিন্তাভাবনাকে আরও প্রসারিত করেন। এঁদের মতে, আমাদের সর্বস্তরে (ধর্মে, সংস্কৃতিতে, নৈতিকতায়) পিতৃতান্ত্রিকতা পরিব্যাপ্ত, যা নারীকে ক্ষমতাহীন ও মর্যাদাহীন করেছে। **কেট মিলেট** তাঁর *Sexual Politics* (1969) গ্রন্থে বলেছেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো রাষ্ট্রও পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে। তিনি রাজনীতির চিরাচরিত সংজ্ঞাকে খারিজ করে বলেন, **'Personal is Political'** অর্থাৎ ব্যক্তিগত পরিসরও রাজনীতির অঙ্গ।

(৫) পরিবেশ-সচেতন নারীবাদ (Eco feminism) ঃ ১৯৭০-র দশক থেকে **'পরিবেশ-সচেতন নারীবাদ'** (Eco feminism) নামক একটি নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে পশ্চিমের দেশগুলিতে। পরবর্তী দশকে অর্থাৎ ৮০-র দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই পরিবেশ সচেতনতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে এই পরিবেশ সচেতন নারীবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন বিশিষ্ট পরিবেশ তাত্ত্বিক **বন্দনা শিবা**। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত পরিবেশ আন্দোলনের প্রভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠাতা হলেন **ফ্রাঙ্কোইসড্ ইউবোন** (Francoised Eubonne)। তিনি নারী ও প্রকৃতির মধ্যে (between women and nature) একটা সম্পর্ক খুঁজে পান। তাঁর মতে, এরা উভয়েই অপরের আধিপত্যের (domination) শিকার। নারীকে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার অধীনে, আর প্রকৃতিকে মানুষের অধীনে থাকতে হয় এবং শোষিত ও নির্যাতিত হতে হয়। অপর এক পরিবেশ-সচেতন নারীবাদী **ওয়ারেন** (Karen J. Warren) একইভাবে মন্তব্য করেন যে, নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই যথাক্রমে পুরুষ ও মানুষের প্রভাবাধীনে থাকতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, কিছু মানুষ

Scanned with CamScanner

আছেন যাঁরা মনে করেন, একের ওপর অন্যের আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টি একটি স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গ। গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** দাস প্রথার সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন, কেউ জন্মায় শাসন করার জন্য, কেউ শাসিত হওয়ার জন্য। এটা প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আত্মা দেহকে শাসন করে, মানুষ পশুকে শাসন করে, আর পুরুষ নারীকে শাসন করে। **ওয়ারেন** এই ধরনের যুক্তিকে ('logic of domination') তীব্র বিরোধিতা করেন। বর্তমানে এই 'পরিবেশ-সচেতন নারীবাদ' বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ এতে পরিবেশ সমস্যা ও নারী সমস্যা উভয়েই স্থান পেয়েছে।

(৬) মানবতাবাদী নারীবাদ (Humanist Feminism) ঃ এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টিকে স্রেফ একটা আকস্মিক ব্যাপার হিসাবে ("as accidental to humanity') দেখেন। তাঁরা মনে করেন, পুরুষদের চেয়ে নারীদের কোনো বাড়তি সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সুযোগ দিতে হলে নারী-পুরুষকে সমান সুযোগ দেওয়াই উচিত। অন্যভাবে বললে, এঁরা নারীদের প্রতি বিশেষাধিকার দানের বিরোধী। **ম্যারি ম্যাকইনটোস** (Mary McIntosh), মার্গারেট স্টেসি (Margaret Stacey), **ম্যারিওঁ প্রাইস** (Marion Price), **রুথ লিস্টার** (Ruth Lister) প্রমুখ মানবতাবাদী নারীবাদীদের বক্তব্য হল এই যে, তথাকথিত 'সর্বজনীন অধিকার' এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অধিকার সমান হলেও (যদিও কুয়েত, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী প্রভৃতি রাষ্ট্রে নারীর ভোটাধিকার এখনও অস্বীকৃত), পৌর ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য এখনও রয়েই গেছে। কথা বলার অধিকার, চিন্তার অধিকার, বিশ্বাসের অধিকার প্রভৃতি পৌর অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, পরিবারের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে (within the private sphere of the family) এখনও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বেকারভাতা, পেনসন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক অধিকারগুলিও পক্ষপাতদুষ্ট। তাছাড়া, এঁদের মতে, সাধারণভাবে সামাজিক অধিকারগুলি নির্মাণ করা হয় পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। উদাহরণস্বরূপ নিরাপত্তার অধিকার, গর্ভনিরোধের অধিকার, গর্ভপাতের অধিকার এই অধিকারগুলির প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনার মধ্যেই আনা হয় না। মানবতাবাদী নারীবাদীদের বিশ্বাস, পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারগুলি ভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে লিঙ্গ-বৈষম্য অনেকাংশে দূরীভূত হবে।

Scanned with CamScanner

(৮) বিনির্মাণবাদী নারীবাদ (Deconstructionist Feminism) ঃ অপর একদল নারীবাদী আছেন, যাঁদের বলা হয় বিনির্মাণবাদী নারীবাদী (Deconstructionist Feminists)। এঁদের মধ্যে আছেন **ক্যারল বাক্কী** (Carol Bacchi), **মারথা মিনো** (Martha Minow) প্রমুখ নারীবাদীগণ। এঁরাও নারীদের জন্য বিশেষাধিকার দানের বিরোধী, কারণ এঁদের মতে, এই বিশেষাধিকার নারী ও পুরুষকে পৃথক সত্তা বিশিষ্ট গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে রাখবে। তাই তাঁরা চান সমান পরিস্থিতিতে সমান অধিকার ('same right within same situation)। উল্টোভাবে বললে, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ অধিকার চলতে পারে। এইভাবে দেখলে সমানাধিকার এবং বিশেষাধিকারের মধ্যেকার পার্থক্যটি অন্তর্হিত হবে। **মারথা মিনো** তাঁর *'Making All the Differences' (1990)* গ্রন্থে সমানাধিকার ও বিশেষ অধিকারের মধ্যে বিভাজন-এর ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সমান অধিকার ও বিশেষ অধিকার এদুটির মধ্যে যে-কোনো একটাকে বেছে নিতে হবে এমন কোনো মানে নেই। বরং যে পরিস্থিতিতে যে অধিকার সবচেয়ে উপযোগী সেটাই দেওয়া দরকার।

উপসংহার ঃ *উপরিউক্ত ধারাগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে পারে, তবে নারীদের অসম অবস্থানের বিষয়টি যে অনৈতিক, সেবিষয়ে সকলে একমত। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই নারীবাদ সমাজে প্রচলিত লিঙ্গবৈষম্যের বিষয়টি সম্পর্কে গণচেতনা জাগাতে সক্ষম হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা একটা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৯৭৫ সালটিকে* ***'আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ'*** *(International Women's Year) এবং ১৯৭৬-৮৬-কে* ***নারী-দশক*** *হিসাবে ঘোষণা করে। ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তা ব্যাপকভাবে বেড়ে যায় এবং নারীবাদী আন্দোলন ক্রমশ শক্তি অর্জন করতে থাকে। প্রথমদিকে এই আন্দোলন মূলত পশ্চিমি দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও বর্তমানে অনুন্নত দেশের মেয়েরাও পথে নেমেছে। আন্দোলনের সাথে চলছে আত্মানুসন্ধান।*

Scanned with CamScanner